তারিখ ... 19 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ১ ...

দৈনিক
ইত্তেফাক

বাল্যবিয়ের প্রধান কারণ স্কুল থেকে ঝরে পড়া

মেয়েদের বিয়ের বয়স ১৮ বছর রেখেই হচ্ছে কঠোর আইন

ইত্তেফাক রিপোর্ট

নারীর ক্ষমতায়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, সবার জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য নিশ্চিত করে উন্নত দেশের তালিকায় নাম লেখাতে চায় বর্তমান সরকার। দেশ সেই পথেই এগিয়ে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি। তিনি বলেন, বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তাই মেয়েদের বিয়ের বয়স ১৮ রেখে সরকার বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন-২০১৪ প্রণয়ন করছে।

গতকাল রবিবার ডেইলিস্টার ভবনে 'বাল্যবিবাহ পরিস্থিতি পর্যালোচনা' বিষয়ক এক মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন। বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ১৯২৯ রহিত করে নতুন আইন বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৪ (খসড়া) গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখ এ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে নীতিগত অনুমোদন দেয়া হয়। নতুন আইনে ইতিবাচক অনেক ধারা থাকলেও বিয়ের ন্যূনতম বয়স নিয়ে একধরনের অস্পষ্টতা এখনও রয়ে গেছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে বাল্যবিয়ের বর্তমান পরিস্থিতি ও তার ফলাফল এবং বিদ্যমান আইন ও তার প্রায়োগিকতা নিয়ে 'আমরাই পারি পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ' ও 'মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন' এই মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। অ্যাডভোকেট সুলতানা কামালের সভাপতিত্বে সভায় প্রতিমন্ত্রী প্রধান অতিথি ছিলেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব তারিক-উল-ইসলাম। মতবিনিময় সভা পরিচালনা করেন মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম।

প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি আরও বলেন, আমরা কিছু কারণে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারছি না। দুঃখজনক হলেও সত্যি আজও আমাদের দেশে বাল্যবিয়ের শিকার হচ্ছে মেয়েরা। শুধু দরিদ্রতার জন্য বাল্যবিয়ে হয় না উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রযুক্তি ব্যবহারে বর্তমান সময়ের মেয়ে-ছেলেদের অবাধ মেলামেশার সুযোগ থাকে। এই সুযোগে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মেয়েরা বিপদগ্রস্ত হয়, কিংবা স্বেচ্ছায় বাল্যবিয়ে করে। আমাদের এই পরিস্থিতিও মোকাবিলা করতে হবে। তবে এর জন্য বিয়ের বয়স ১৮ বছর থেকে একচুলও নড়ার সুযোগ নেই বলেও তিনি মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, ১৯২৯ সালের আইনটিকে আরও যুগোপযোগী ও আধুনিক করা হবে। এর মধ্যে কোনো ফাঁকফোকর থাকবে না। এ বিষয়ে তিনি সংশ্লিষ্টদের সহযোগিতা চান।

তারিক-উল-ইসলাম বলেন, বাল্যবিয়ের একটি প্রধান কারণ বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া। পঞ্চম শ্রেণির পর একটি বিশাল অঙ্কের মেয়েরা ঝরে পড়ে। অভিভাবকরা তাদের বাল্যবিয়ে দেয়। আমাদের এই ঝরে পড়া রোধ করতে হবে। তিনি এ বিষয়ে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় শিক্ষাবৃত্তির কথা উল্লেখ করেন।

অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল আইনের উপধারা ৪ থাকলে বাল্যবিয়ে বন্ধ করা সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, আমরা দেখতে চাই এই উপধারা আইনের মধ্যে নেই। সরকারের ওপর আমাদের আস্থা আছে। আস্থার মর্যাদা রাখার দায়িত্ব সরকারের।

শাহীন আনাম বলেন, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের বাল্যবিয়ে নিয়ে এক গবেষণায় দেখা যায় ১.৫ শতাংশ মেয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির শিকার হয়। এই নগণ্যতম অংশের জন্য বিয়ের বয়স কমিয়ে ১৬ করে আইন করা কাম্য হবে না। এতে বিশাল জনগোষ্ঠী ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

অনুষ্ঠানে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন-২০১৪-এর ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক নিয়ে একটি তুলনামূলক আলোচনা ও বাল্যবিয়ের প্রভাব নিয়ে একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।